১.২ প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ (Preface to First Edition)

মননাত্মক বা অতিবর্তী অধিবিদ্যার সম্ভাবনা বিচারের জন্য প্রথমেই জানা প্রয়োজন অতিবর্তী অধিবিদ্যা বলতে কী বোঝায় বা অতিবর্তী অধিবিদ্যার স্বরূপ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। অতিবর্তী অধিবিদ্যার স্বরূপ নির্ধারণের জন্য কান্ট প্রথম ক্রিটিক গ্রন্থের প্রথম মুখবন্ধে আধিবিদ্যক প্রশ্নাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

মানব প্রজ্ঞার সম্মুখে এমন কতকগুলি আধিবিদ্যক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে প্রশ্নগুলিকে মানব প্রজ্ঞা উপেক্ষা করতে পারে না। কেননা, মানব প্রজ্ঞা স্বরূপত আধিবিদ্যক হওয়ায় ('human reason is ineradicably metaphysical') তার স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে আধিবিদ্যক প্রশ্নগুলি উত্থাপন করে থাকে। মানুষ যেমন স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে তার দৈনন্দিন কার্যকলাপ করে যে কার্যকলাপের জন্য মানুষের বাড়তি প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না, তেমনি মানব প্রজ্ঞা তার প্রবণতা অনুসারে স্বাভাবিক ভাবেই আধিবিদ্যক প্রশ্নগুলি উত্থাপন করে। কিন্তু আধিবিদ্যক প্রশ্নগুলি স্বাভাবিকভাবে উত্থাপিত হলেও এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দেওয়া মানব প্রজ্ঞার সাধ্যাতীত। সেজন্য মানব প্রজ্ঞা এক কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার সম্মুখীন হয়। কিন্তু এই অবস্থার জন্য মানব প্রজ্ঞাকে দায়ী করা যায় না। কেননা মানব প্রজ্ঞার সীমাবদ্ধতা থাকলেও কোনো ভুল ত্রুটি নেই।

> Human reason has this peculiar fate that in one species of its knowledge it is burdened by questions which, as prescribed by the very nature of reason itself, it is not able to ignore, but which, as transcending all its powers, it is also not able to answer.
>
> The perplexity into which it thus falls is not due to any fault of its own [*Critique*, A vii].

মানব প্রজ্ঞা কতকগুলি নিয়মকে অনুসরণ করে পরিচালিত হয় যে নিয়মগুলি অভিজ্ঞতার জগৎ সাপেক্ষে যথার্থরূপে প্রতিপাদিত হয়। মানব প্রজ্ঞার কাজ হল অভিজ্ঞতার জগতে সংঘটিত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা প্রদান করা। উদাহরণস্বরূপ, যদি খ-ঘটনা ক-ঘটনার অনুগামী হয় এবং খ-সদৃশ সকল ঘটনা ক-সদৃশ সকল ঘটনার অব্যবহিত অনুগামী হয় তাহলে ক-ঘটনা ও খ-ঘটনাকে যথাক্রমে একে অপরের কারণ ও কার্য বলা হয়। এরূপ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানব প্রজ্ঞা নিজের অন্তঃস্থল থেকে কার্যকারণের ধারণা (the concept of causality) নিঃসৃত করে। এই কার্যকারণের ধারণাটি হল সার্বিক কার্যকারণ নীতি যা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যথার্থরূপে প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু এই সার্বিক কার্যকারণ নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানব

প্রজ্ঞা এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় যে অবস্থায় মানব প্রজ্ঞা তার সকল ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যায় ('transcending all its powers'), যা মানব প্রজ্ঞার নিকট আদৌ অভিপ্রেত নয়। কেননা, সকল কার্যের কারণ আছে—এই নীতিটি স্বীকার করলে সমগ্র জগৎ যেহেতু কার্যবস্তু সেহেতু সমগ্র জগতের কারণ কী (?)—এই আধিবিদ্যক প্রশ্নটিও মানব প্রজ্ঞার নিকট স্বাভাবিকভাবে উত্থাপিত হয়। কিন্তু মানব প্রজ্ঞা অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে সার্বিক কার্যকারণ নীতিটি আপন অন্তঃস্থল থেকে নিঃসৃত করলেও সমগ্র জগতের কারণ কী (?)—এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য ইন্দ্রিয়াতীত জগতে প্রবেশ করে এবং কল্পনার আশ্রয় নেয়। ফলে সমগ্র জগতের কারণ কি (?)—এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে গিয়ে অধিবিদ্যাবিদ্‌গণ তাদের কল্পনার ভিন্নতার জন্য পরস্পর বিরোধী ভিন্ন ভিন্ন উত্তর প্রদান করেন। কিন্তু এই উত্তরগুলি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বহির্ভূত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় কোন্ উত্তরটি সঠিক এবং কোন্ উত্তরটি সঠিক নয় তা নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে আধিবিদ্যক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অধিবিদ্যাবিদ্‌গণ বিতর্কের যুদ্ধে (battle of dispute) অবতীর্ণ হন। ফলস্বরূপ অধিবিদ্যা যেন এক মেকি বা নকল যুদ্ধক্ষেত্রে (mock battle-field) পরিণত হয়। কেননা এরূপ বিতর্কের যুদ্ধে কেউই জয়ী হতে পারে না। সুতরাং মননাত্মক বা অতিবর্তী অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে কেবল কল্পনাশ্রয়ী যুক্তির আস্ফালনই পরিলক্ষিত হয়। এরূপ অন্তহীন বিতর্কের যুদ্ধক্ষেত্রকে কান্ট অতিবর্তী অধিবিদ্যা বলেছেন।

> For since the principles of which it is making use transcend the limits of experience, they are no longer subject to any empirical test. The battle-field of these endless controversies is called metaphysics [*Critique*, A viii].

কিন্তু প্রশ্ন হল যে এরূপ অধিবিদ্যা কি গ্রহণীয় না বর্জনীয় হবে। কান্টের পূর্ববর্তী দার্শনিক ডেভিড হিউমের মতে প্রচলিত আধিবিদ্যক তত্ত্বগুলি ভ্রান্তি (illusion) এবং বাক্‌চাতুরী (sophistry) ছাড়া আর কিছু নয়। আধিবিদ্যক সমস্যাগুলির সমাধান নেই এবং শেষ নেই। হিউম এই ধরনের অধিবিদ্যাকে অপ-অধিবিদ্যা বলেছেন এবং তিনি এরূপ অধিবিদ্যা বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। যদিও তিনি যত্ন সহকারে যথার্থ অধিবিদ্যা চর্চার কথা বলেছেন। কান্টের মতে আধিবিদ্যক প্রশ্ন উত্থাপনের ও আলোচনার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকায় অধিবিদ্যাকে বর্জন করা বাঞ্ছনীয় নয়। সেজন্য তিনি মনে করেন অধিবিদ্যাকে কতদূর কার্যকরী করা যায় সে বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। একদা মানুষ অধিবিদ্যাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত এবং অধিবিদ্যাকে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের রানি বলে অভিহিত করা হত।

...metaphysics was ...
A viii].

কেননা, মানব প্রজ্ঞার নিকট স্বাভাবিকভাবে উত্থাপিত আধিবিদ্যক প্রশ্নাবলীর উত্তর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত করেছে। প্রশ্ন না থাকলে অনুসন্ধানের কোনো প্রসঙ্গই থাকে না। আধিবিদ্যক প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে মানুষ বহুবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হয় এবং তারই ফলশ্রুতিরূপে বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎপত্তি। তাছাড়া অধিবিদ্যার লক্ষ্য হল জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা করা। অধিবিদ্যার লক্ষ্যের জন্য একসময় অধিবিদ্যা মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে অধিবিদ্যা তার মর্যাদা হারিয়েছে। কেননা অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানের অতিদ্রুত অগ্রগতি হলেও অধিবিদ্যার ক্রমঅবনতি হয়েছে। সেজন্য মানুষ অধিবিদ্যাকে এড়িয়ে চলার পক্ষপাতী।

অধিবিদ্যার বর্তমান অবস্থার জন্য কান্ট দুটি চিন্তাধারাকে দায়ী করেছেন। এই চিন্তাধারা দুটি হল নির্বিচারবাদ (dogmatism) এবং সংশয়বাদ (scepticism)। প্রাথমিক পর্যায়ে অধিবিদ্যা নির্বিচারবাদী চিন্তাধারা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। নির্বিচারবাদীগণ মনে করেন যে মানব প্রজ্ঞা পরমসত্তাকে (ultimate reality) জানতে পারে। অধিবিদ্যা সম্ভব কিনা এই ব্যাপারে কোনোরকম অনুসন্ধান না করেই উক্ত পূর্ব স্বীকৃতির ভিত্তিতে নিবির্চারবাদীগণ অধিবিদ্যা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

নির্বিচারবাদীগণ মানব প্রজ্ঞার জ্ঞান লাভের ক্ষমতা পর্যালোচনা না করেই নির্বিচারে দাবি করেন যে মানুষ তার প্রজ্ঞাকে ব্যবহার করে সব কিছু জানতে সক্ষম এবং যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। সুতরাং মানব প্রজ্ঞা অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম। ডেকার্ত ও লাইবনিজ হলেন নির্বিচারবাদী দার্শনিক। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হিসাবে তাঁরা দাবি করেন যে মানব প্রজ্ঞাস্থিত বিশুদ্ধ পূর্বতঃসিদ্ধ নীতির (pure *a priori* principles) উপর নির্ভর করে ঈশ্বর, আত্মা ও বস্তুগত বিশ্বের স্বরূপ নির্ধারণ সম্ভব। তাঁরা আরও দাবি করেন যে মানুষ তার চিন্তাশক্তির উপর নির্ভর করে বস্তুগত সত্তার (objective reality) স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারে। ফলে নির্বিচারবাদীদের বক্তব্যের মধ্যে এক ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা পরিলক্ষিত হয়।

নির্বিচারবাদীদের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদস্বরূপ সংশয়বাদের উৎপত্তি। সংশয়বাদীগণ কোনো প্রতিষ্ঠিত মতবাদকেই গ্রহণ করার পক্ষপাতী নন। তাঁরা সকল নিয়ম ও মতবাদের যথার্থতা সম্পর্কে সংশয় পোষণ করেন। কোনো সংশয়বাদী বুদ্ধিবাদী হতে পারে না। সংশয়বাদী মাত্রই অভিজ্ঞতাবাদী। তাঁদের মতে জ্ঞানমাত্রই

ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নির্ভর। সেজন্য তাঁরা মনে করেন যে যেকোনো জ্ঞান জ্ঞাতার ব্যক্তিগত শর্তাবলী নির্ভর হওয়ায় ব্যক্তিগত (subjective)। ফলে যা বস্তুগতভাবে বাস্তব (objectively real) তার স্বরূপ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ কোনো মানুষই বস্তুগতভাবে বাস্তব বিষয়েও জ্ঞানলাভ করতে পারে না। সংশয়বাদীদের এই ধরনের মতবাদ এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। ফলে সংশয়বাদও নির্বিচারবাদের মতোই ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়ে।

সাম্প্রতিককালে জন লক মানব বুদ্ধিবৃত্তির অনুসন্ধানের মাধ্যমে সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আধিবিদ্যক ধারণাগুলির উৎস নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন যার ভিত্তিতে অধিবিদ্যা সংক্রান্ত সকল বিতর্কের অবসান ঘটতে পারে বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু কান্ট মনে করেন যে লক প্রদত্ত মানুষের আধিবিদ্যক ধারণার অভিজ্ঞতামূলক উৎস সংক্রান্ত মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় অধিবিদ্যা পুনরায় নির্বিচারবাদী চিন্তাধারার কবলে পড়ে। ফলে সাধারণ মানুষের আধিবিদ্যক আলোচনার প্রতি ঔদাসীন্য দেখা দেয়।

কান্ট মনে করেন যে যেহেতু মানব প্রজ্ঞার স্বাভাবিক প্রবণতার কারণে আধিবিদ্যক প্রশ্নাবলী উত্থাপিত হয় সেহেতু আধিবিদ্যক আলোচনার প্রতি উদাসীনতা হল অলসতা মাত্র। যদিও আধিবিদ্যক আলোচনার প্রতি ঔদাসীন্যের ভানকারীগণ বস্তুতপক্ষে পণ্ডিতদের জনপ্রিয় ভাষায় কথা বলেন এবং তাদের অপছন্দনীয় আধিবিদ্যক বিবৃতির ভিত্তিতেই চিন্তা করেন। কিন্তু অধিবিদ্যার প্রতি ঔদাসীন্যের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অধিবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে অধিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম ক্ষতি হতে বাধ্য। কেননা নীতিবিদ্যা, সৌন্দর্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানগুলি যে সকল প্রাক্‌ধারণার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে সেগুলি হল আধিবিদ্যক ধারণা। সেজন্য আধিবিদ্যক আলোচনা সম্পর্কে ঔদাসীন্যের কারণে অধিবিদ্যা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি অধিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল বিজ্ঞানগুলিও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই কারণে কান্ট আধিবিদ্যক আলোচনা সম্পর্কে ঔদাসীন্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেন না। তাঁর মতে আধিবিদ্যক আলোচনা সম্পর্কে ঔদাসীন্যের দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে পুনঃসংস্কারের (reform) মাধ্যমে অধিবিদ্যাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা (restoration) করার চেষ্টা করতে হবে।

কান্ট বলেছেন যে তাঁর যুগ হল বিচার বিশ্লেষণের যুগ (the age of criticism)। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে বর্জন করে সব কিছুকেই বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গ্রহণ করা।

> Our age is, in especial degree, the age of criticism, and to criticism everything must submit [*Critique*, A viii].

মননাত্মক ও অতিবর্তী অধিবিদ্যার দাবি অনুসারে ঈশ্বর, আত্মা, ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ বা পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানলাভ করা সম্ভব এবং বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা হল উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উৎস। সেজন্য কান্ট মনে করেন যে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার বিশ্লেষণ বা মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে অতিবর্তী অধিবিদ্যার দাবির গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করা সম্ভব। কান্ট বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার বিশ্লেষণকে এক প্রকার আদালত (tribunal) বলেছেন। এই আদালতে পর্যালোচনা করা হবে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সক্ষমতা, সীমা ও বিস্তৃতি। তাঁর মতে প্রজ্ঞার বিচার হল সাধারণভাবে প্রজ্ঞা নামক মানব মনের জ্ঞানীয় বৃত্তির মূল্যায়ন বা বিচার, কোনো বিশেষ গ্রন্থ বা বিশেষ মতবাদের বিচার বা মূল্যায়ন নয়। প্রজ্ঞা নামক জ্ঞানীয় বৃত্তির বিচারের উদ্দেশ্য হল এই জ্ঞানীয় বৃত্তিটি প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে জ্ঞানপ্রদান করতে সক্ষম কিনা তা মূল্যায়ন করা।

> I do not mean by this a critique of books and systems, but of the faculty of reason in general, in respect of all knowledge after which it may strive *independently of all experience* [*Critique*, A xii].

কান্ট মনে করেন যে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্য ব্যতীত জ্ঞানপ্রদান করতে পারে কিনা তা নির্ধারণ করতে পারলেই অতিবর্তী অধিবিদ্যার সম্ভাবনা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

কান্টের মতে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার নামক অনুসন্ধান দ্বারা তিনি যে পথে অগ্রসর হয়েছেন, সেই পথটি এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল। অর্থাৎ কান্টের পূর্ববর্তী কোনো অধিবিদ্যাবিদ্ পর্যালোচনা করেননি যে আদৌ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে জ্ঞানলাভ করতে পারে কিনা। তিনি মনে করেন যে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার নামক অনুসন্ধানের পথ অনুসরণ করে অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ প্রজ্ঞার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল ভ্রান্তি বা সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে সেগুলি থেকে দূরে থাকা সম্ভব ; যদিও মানব প্রজ্ঞার অপর্যাপ্ততার কারণে এই সকল ভ্রান্তি বা সমস্যা উৎপন্ন হয়নি। কান্ট এই সকল সমস্যাগুলিকে তাঁর প্রথম ক্রিটিক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন এবং যে সকল ভুল বোঝার দরুন মানব প্রজ্ঞা স্ববিরোধে উপনীত হয়েছে তা নির্দেশ করেছেন। এইভাবে তিনি একটি সন্তোষজনক সমাধানে উপনীত হবার চেষ্টা করেছেন। কান্ট দাবি করেছেন যে তিনি নির্বিচারবাদী স্বপ্নবিলাসীদের মতো এই সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করেননি। কেননা সমস্যাগুলির এরূপ সমাধান প্রদান করা মানব প্রজ্ঞার স্বাভাবিক প্রকৃতির বিরোধী। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার নামক অনুসন্ধানের প্রধান লক্ষ্য হল আধিবিদ্যক সমস্যাগুলির পরিপূর্ণ সমাধান। কান্ট দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেছেন যে এমন কোনো আধিবিদ্যক সমস্যা নেই যার সমাধান এই অনুসন্ধানে

হয়নি অথবা যার সমাধানের সূত্র প্রদান করা হয়নি। কান্টের মতে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা হল একটি পরিপূর্ণ ঐক্য (a perfect unity)। সেজন্য বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার নীতিগুলি যদি কোনো একটি আধিবিদ্যক সমস্যার সমাধান না করতে পারে তাহলে আমরা অন্য যে কোনো আধিবিদ্যক সমস্যার সমাধানের জন্য এই নীতিগুলির উপর নির্ভর করতে পারি না। কান্টের মতে এরূপ পরিস্থিতিতে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার নীতিগুলিকেই বাতিল করতে হবে।

কান্টের মতে যে সকল অধিবিদ্যাবিদ্ আত্মার স্বরূপ ও জগতের আদি কারণের আবশ্যিকতা প্রমাণের দাবি করেন তাঁরা সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করে মানব জ্ঞানকে বিস্তৃত করার সমর্থনে কথা বলেন। কান্ট নম্রভাবে স্বীকার করেছেন যে এই ধরনের প্রচেষ্টা তাঁর ক্ষমতার বাইরে।

> I humbly confess that this is entirely beyond my power [*Critique*, A xiv].

সেজন্য তিনি কেবলমাত্র প্রজ্ঞা ও তার শুদ্ধ চিন্তা বিষয়েই আলোচনা করতে চান। সাধারণ তর্কবিদ্যায় যেমন যুক্তির সকল সরল ক্রিয়াগুলিকে পূর্ণাঙ্গভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে বিবৃত করা হয়. তেমনি কান্টের বর্তমান অনুসন্ধানের বিষয় হল অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য এবং ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্য ব্যতীত মানব প্রজ্ঞা জ্ঞানলাভ করতে পারে কিনা।

কান্ট মনে করেন বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচারমূলক অনুসন্ধানের দুটি আবশ্যিক শর্ত হল নিশ্চয়তা এবং স্পষ্টতা। নিশ্চয়তা সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে তাঁর বিচারমূলক অনুসন্ধানে ব্যক্তিগত মতামতকে অনুমোদন করা হয়নি এবং প্রকল্প সদৃশ সব কিছুকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। যেহেতু পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান চরমভাবে আবশ্যিক সেহেতু পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানই তাঁর বিচারমূলক অনুসন্ধানের আলোচ্য বিষয়। পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান হল সকল স্বতঃসিদ্ধ নিশ্চয়তার (apodeictic certainty) মানদণ্ড।

কান্ট তাঁর প্রথম ক্রিটিক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তির বিশুদ্ধ ধারণাগুলির বিষয়গত বৈধতা প্রমাণ (deduction of the pure concepts of understanding) শিরোনামের আওতায় বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তির বিশুদ্ধ ধারণাগুলির বিষয়গত বৈধতা প্রতিপাদন করেছেন। যেহেতু বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচারমূলক অনুসন্ধানের মুখ্য সমস্যাটি হল—ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্য ব্যতীত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা জ্ঞানপ্রদান করতে সক্ষম কিনা—সেহেতু বুদ্ধিবৃত্তির বিশুদ্ধ ধারণাগুলির বিষয়গত বৈধতা প্রতিপাদন হল কান্টের প্রথম ক্রিটিক গ্রন্থের একটি আবশ্যিক (essential) অংশ। কেননা বুদ্ধিবৃত্তির বিশুদ্ধ ধারণাগুলির বিষয়গত বৈধতা প্রতিপাদনের মধ্য দিয়ে কান্ট ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে বুদ্ধিবৃত্তির বিশুদ্ধ ধারণাগুলি (pure concepts

of understanding or categories) অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় বা অবভাসের (appearence) প্রতি প্রযুক্ত হয়ে বিষয়ের জ্ঞান বা জ্ঞানের বিষয় সংগঠিত (construct) করে। কিন্তু মানব প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে কোনো জ্ঞানলাভ করতে পারে না। কেননা মানব প্রজ্ঞা যে সকল অতীন্দ্রিয় প্রত্যয়ের উৎস সেই সকল অতীন্দ্রিয় প্রত্যয় (idea) ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারে না। ফলে ঈশ্বর, আত্মা, ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কিত মননাত্মক বা অতিবর্তী অধিবিদ্যা সম্ভব নয়। কান্টের মতে যেহেতু তিনি বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচারমূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে জ্ঞানের পূর্বতঃসিদ্ধ উপাদান (*a priori* elements of knowledge) নিয়ে আলোচনা করেছেন সেহেতু তাঁর উক্ত গ্রন্থটি প্রকৃত অধিবিদ্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এই ধরনের অধিবিদ্যাকে কান্ট প্রকৃতি সংক্রান্ত অধিবিদ্যা (*Metaphysics of Nature*) বলেছেন।

১.৩ দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ (Preface to Second Edition)

কান্টের মতে তাঁর *Critique of Pure Reason* গ্রন্থের মূল লক্ষ্য হল অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা তার বিচার বা মূল্যায়ন করা। অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা—এই সমস্যার বিচার বা মূল্যায়নের জন্য কান্ট প্রথমেই বিজ্ঞানের স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মানুষের বৌদ্ধিক আলোচনার কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রের ফলাফল বা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করা যায় যে বৌদ্ধিক আলোচনার ঐ বিশেষ ক্ষেত্রটিকে বিজ্ঞান বলা যায় কিনা। তাঁর মতে মানুষের বৌদ্ধিক আলোচনার কোনো বিশেষ ক্ষেত্রকে বিজ্ঞান পদবাচ্য হওয়ার জন্য তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। বৈশিষ্ট্য তিনটি হল—

প্রথমত, কোনো বৌদ্ধিক আলোচনা তখনই বিজ্ঞান পদবাচ্য হতে পারে যদি ঐ আলোচনা তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের অভিমুখে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ যদি কোনো বৌদ্ধিক আলোচনা তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের অভিমুখে অগ্রসর হবার পূর্বেই স্তব্ধ হয়ে যায় তাহলে সেই আলোচনাকে বৈজ্ঞানিক আলোচনা বলা যায় না।

দ্বিতীয়ত, যে কোনো বৌদ্ধিক আলোচনাকে বিজ্ঞান পদবাচ্য হওয়ার জন্য ঐ আলোচনাকে সুনির্দিষ্ট পন্থায় পরিচালিত হতে হবে। কিন্তু যদি কোনো বৌদ্ধিক আলোচনা সুনির্দিষ্ট পন্থায় পরিচালিত না হয় অর্থাৎ ঐ আলোচনাটি বারবার পন্থা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয় তাহলে ঐ বৌদ্ধিক আলোচনাকে বিজ্ঞানরূপে অভিহিত করা যায় না।

তৃতীয়ত, যে কোনো বৌদ্ধিক আলোচনাকে বিজ্ঞান পদবাচ্য হওয়ার জন্য সুশৃঙ্খল

আলোচনা হতে হবে অর্থাৎ ঐ আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ আলোচনার পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সহমত পোষণ করবেন। কিন্তু যদি কোনো বৌদ্ধিক আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ আলোচনার পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সহমত পোষণ না করে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন তাহলে সেই আলোচনাকে সুশৃঙ্খল আলোচনা বলা যায় না। এরূপ আলোচনা বিজ্ঞান পদবাচ্য হতে পারে না।

কান্টের মতে যে বৌদ্ধিক আলোচনায় উপরিউক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যের অন্তত একটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত না হয় সেই আলোচনাকে বৈজ্ঞানিক আলোচনা না বলে এলোপাতাড়ি আলোচনা বলা যুক্তিযুক্ত।

> For if after elaborate preparations, frequently renewed, it is brought to a stop immediately it nears its goal ; if often it is compelled to retrace its steps and strike into some new line of approach ; or again, if the various participants are unable to agree in any common plan of procedure, then we may rest assured that it is very far from having entered upon the secure path of a science, and is indeed a merely random groping [*Critique*, B vii].

কান্টের মতে উপরিউক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বিচার করলে আধিবিদ্যক আলোচনাকে বিজ্ঞান বলা যায় না। আধিবিদ্যক আলোচনা এতদিন পর্যন্ত তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হতে পারেনি, কোনো সুনির্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হয়নি এবং এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অধিবিদ্যাবিদ্‌গণ আলোচনার পদ্ধতি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ফলে আধিবিদ্যক আলোচনাকে সুশৃঙ্খল আলোচনা বলা যায় না। সুতরাং আধিবিদ্যক আলোচনা বিজ্ঞান পদবাচ্য হতে পারে না। কান্টের মতে আধিবিদ্যক আলোচনাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া প্রয়োজন। কান্ট তাঁর *Critique of Pure Reason* গ্রন্থে আধিবিদ্যক আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের সঠিক পথের সন্ধান দেবার চেষ্টা করেছেন যার ভিত্তিতে অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞানরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করা যেতে পারে।

অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞানরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে সকল আলোচনা শাস্ত্র বিজ্ঞানরূপে সফল হয়েছে তাদের সাফল্যের ইতিহাস কান্ট পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর মতে এই পর্যালোচনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞানরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারি। কান্টের মতে মৌলিক বিজ্ঞান হল চারটি ; যথা, তর্কবিদ্যা (Logic), গণিতশাস্ত্র (Mathematics), পদার্থবিদ্যা (Physics) এবং অধিবিদ্যা (Metaphysics)। প্রথম তিনটি আলোচনাশাস্ত্র বিজ্ঞানরূপে সাফল্য লাভ করলেও অধিবিদ্যাবিদ্‌দের দুর্বলতার কারণে অধিবিদ্যা

বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। আবার প্রথম তিনটি আলোচনাশাস্ত্র বিজ্ঞানরূপে সফল হলেও তাদের সাফল্যের ইতিহাস ভিন্ন ধরনের। তর্কবিদ্যার বিজ্ঞানরূপে সাফল্যের ইতিহাস গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার বিজ্ঞানরূপে সাফল্যের ইতিহাস থেকে ভিন্ন ধরনের।

কান্ট মৌলিক বিজ্ঞানরূপে তর্কবিদ্যা বলতে অ্যারিস্টটলীয় তর্কবিদ্যা (Aristotelian Logic)-কে বুঝিয়েছেন। অ্যারিস্টটলের চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে এই তর্কবিদ্যার সূচনা এবং একটি নিশ্চিত পথে অগ্রসর হয়ে এই তর্কবিদ্যা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। অ্যারিস্টটলের পরবর্তীকালে এই তর্কবিদ্যাকে আর পথ পরিবর্তন করতে হয়নি। সেজন্য কান্ট তর্কবিদ্যাকে পরিপূর্ণ ও সুসম্পন্ন তত্ত্ব বলে মনে করেন। কান্টের মতে আধুনিক কালে কোনো কোনো চিন্তাবিদ্ তর্কবিদ্যার বিশেষ প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এই আলোচনাশাস্ত্রের পরিবর্ধনের জন্য তার আলোচ্য বিষয় রূপে মানুষের বিভিন্ন জ্ঞানীয় বৃত্তি যেমন, কল্পনা, কৌতুক প্রভৃতি বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিক অধ্যায় সংযোজন করেন, জ্ঞানের উৎস বা বিষয়ের পার্থক্যের জন্য নিশ্চয়তার তারতম্য সংক্রান্ত আধিবিদ্যক অধ্যায় সংযোজন করেন অথবা আমাদের সংস্কার, তার কারণ এবং সেগুলি কীভাবে দূর করা যায় এই সকল বিষয় সংক্রান্ত নৃতাত্ত্বিক অধ্যায় সংযোজন করেন। এরূপ সংযোজন দ্বারা যে বিষয়গুলি তর্কবিদ্যার আলোচ্য বিষয়রূপে সংযোজিত হয় সেগুলি তর্কবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নয়। ফলে তর্কবিদ্যা পরিবর্ধিত না হয়ে বিকৃত (disfigure) হতে বাধ্য।

> If some of the moderns have thought to enlarge it by introducing *psychological* chapters on the different faculties of knowledge (imagination, wit, etc.), *metaphysical* chapters on the origin of knowledge or on the different kinds of certainty according to difference in the objects (idealism, scepticism, etc.), or *anthropological* chapters on prejudices, their causes and remedies, this could only arise from their ignorance of the peculiar nature of logical science. We do not enlarge but disfigure sciences, if we allow them to trespass upon one another's territory [*Critique*, B viii].

তর্কবিদ্যার আলোচনার পরিসর খুবই সুনির্দিষ্ট। মানুষ যে বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সেই বুদ্ধিবৃত্তির নিয়মাবলী বা চিন্তার নিয়মাবলী হল তর্কবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। অন্যান্য বিজ্ঞান যেমন জ্ঞানের ও চিন্তার বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে তেমনি ঐ বিজ্ঞানগুলি তর্কবিদ্যার আলোচ্য বিষয় (চিন্তার নিয়মাবলী) অনুসরণ করে তাদের আলোচনার পদ্ধতি গঠন করে। সেজন্য

তর্কবিদ্যাকে সকল বিজ্ঞানের পথনির্দেশক (the vestibule of the sciences) বলা হয়। তর্কবিদ্যার কাজ হল চিন্তার বিষয় বর্জিত আকারগত নিয়মাবলীর বর্ণনা দেওয়া এবং যথার্থতা প্রমাণ করা। কিন্তু চিন্তার আকারগত নিয়মাবলী সংখ্যাগতভাবে পরিমিত হওয়ায় তর্কবিদ্যার আলোচ্য বিষয় খুবই সীমিত। এই কারণে তর্কবিদ্যা অতি সহজে পূর্ণবিজ্ঞানরূপে পরিণতি লাভ করেছে।

মৌলিক বিজ্ঞান রূপে গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার সাফল্যের ইতিহাস ভিন্ন ধরনের। কান্টের মতে গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা চিন্তার বা ধারণার বিপ্লবের মাধ্যমে বিজ্ঞানের পথে উন্নীত হয়েছে এবং এরূপ বিপ্লবের জন্য মানব বুদ্ধিকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হয়। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় দুই ভাবে মানববুদ্ধির অনুপ্রবেশ ঘটে : তত্ত্বগতভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় যখন তত্ত্বগতভাবে মানব বুদ্ধির অনুপ্রবেশ ঘটে তখন তার কাজ হল বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলি গঠন করা। এই মৌলিক ধারণাগুলি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ বা পূর্বতঃসিদ্ধ। যেমন, সংখ্যার ধারণা, বিন্দুর ধারণা, সরলরেখার ধারণা প্রভৃতি। এই ধারণাগুলি তাত্ত্বিক জ্ঞানের (theoretical knowledge) বিষয়। আবার, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ব্যবহারিক ভাবেও মানব বুদ্ধির অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন—নীতিবিজ্ঞানে আমরা যখন মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়াকলাপের ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা করি তখন মানববুদ্ধি দ্বারা গঠিত ভালোমন্দের ধারণাটি মানুষের ব্যবহারিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। সেজন্য ভালোমন্দের ধারণা হল ব্যবহারিক জ্ঞানের (practical knowledge) বিষয়।

গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে মানববুদ্ধি তাত্ত্বিকভাবে প্রযুক্ত হয়। যে সময় থেকে মানববুদ্ধি দ্বারা গঠিত পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলি যেমন—সংখ্যার ধারণা, বৃত্তের ধারণা, বিন্দুর ধারণা প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে সেই সময় থেকেই গণিতশাস্ত্রে চিন্তার বা ধারণার বিপ্লব ঘটেছে এবং গণিতশাস্ত্র বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বহুদিন ধরে বিশেষত মিশরীয়দের মধ্যে গণিতশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় ছিল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত বিষয়। এই অবস্থায় মানববুদ্ধি দ্বারা গঠিত কোনো পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়নি। সেজন্য এই অবস্থায় গণিতশাস্ত্রের আলোচনা বৈজ্ঞানিক আলোচনার পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। এই অবস্থায় গণিতশাস্ত্রকে এলোপাতাড়ি আলোচনা রূপে গণ্য করা হয়। পরবর্তীকালে প্রাচীন গ্রিসে থেলস (Thales), ইউক্লিড বা অন্য কেউ গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে মানববুদ্ধি দ্বারা গঠিত পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা প্রয়োগ করেন। তিনি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য প্রমাণের জন্য মানববুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে 'তিনটি সরলরেখা দ্বারা বেষ্ঠিত সমতলক্ষেত্র' রূপে ত্রিভুজের পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা গঠন করেন এবং এই পূর্বতঃসিদ্ধ

ধারণার উপর ভিত্তি করে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে ত্রিভুজের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি অনিবার্যভাবে নিঃসৃত করেন বা প্রমাণ করেন। ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত প্রমাণিত অনিবার্য সত্যগুলি অভিজ্ঞতার জগৎ সম্পর্কেও সত্য। এইভাবে গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে চিন্তার বা ধারণার বিপ্লবের সূচনা হয়। কান্টের মতে গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে এই বৌদ্ধিক বিপ্লব (intellectual revolution) ইতিহাস প্রসিদ্ধ উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কারের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং গণিতশাস্ত্রবিদ্গণ যখন অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব জগতের উপর নির্ভরশীলতা বর্জন করে মানববুদ্ধি সৃষ্ট পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা গণিতশাস্ত্রে প্রয়োগ করেন তখনই গণিতশাস্ত্র বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়। গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে মানববুদ্ধি সৃষ্ট পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা, যথা—সংখ্যার ধারণা, বিন্দুর ধারণা, সরলরেখার ধারণা, ত্রিভুজের ধারণা প্রভৃতি ধারণাগুলি ব্যবহার করে, এই ধারণাগুলি থেকে বিভিন্ন গাণিতিক সত্যকে সিদ্ধান্তরূপে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত করা হয় এবং তারপর এই সিদ্ধান্তগুলি যে বাস্তব জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বিচার করা হয়। এইভাবে বৌদ্ধিক বিপ্লবের মাধ্যমে গণিতশাস্ত্র বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

পদার্থবিদ্যাও প্রাথমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান পদবাচ্য ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে পদার্থবিদ্যা ছিল প্রাকৃতিক পদার্থের অভিজ্ঞতাভিত্তিক অনুসন্ধান যা মূলত এলোপাতাড়ি আলোচনা। পদার্থবিদ্যা দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। পদার্থবিদ্যাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য বেকনের (Bacon) সময় থেকে প্রায় দেড় শতাব্দী অতিবাহিত করতে হয়েছে। বেকন কিছু প্রকল্প গ্রহণ করে বিজ্ঞানের পরীক্ষা শুরু করেছিলেন। এই পরীক্ষণ পদ্ধতির আবিষ্কারকে মানুষের বৌদ্ধিক বিপ্লবের আকস্মিক পরিণাম বলা হয়। কান্ট পদার্থবিদ্যা বলতে অভিজ্ঞতালব্ধ সূত্রাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে বুঝিয়েছেন।

> Natural science was very much longer in entering upon the highway of science. It is, indeed, only about a century and a half since Bacon, by his ingenious proposals, partly initiated this discovery, partly inspired fresh vigour in those who were already on the way to it. In this case also the discovery can be explained as being the sudden outcome of an intellectual revolution. In my present remarks I am referring to natural science only in so far as it is founded on *empirical* principles [*Critique*, B xii].

কান্টের মতে পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে পদার্থবিদ্যা বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তিনি পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগকারী রূপে গ্যালিলিও, টরিসেলি, স্টাল প্রমুখ পদার্থবিজ্ঞানীর উল্লেখ করেছেন। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতি

প্রয়োগের জন্য বিজ্ঞানীগণ প্রথমেই বুদ্ধিবৃত্তির তাত্ত্বিক প্রয়োগ করে কিছু পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণা গঠন করেন এবং এই পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণার ভিত্তিতে প্রকল্প গঠন করেন। তারপর এই প্রকল্পগুলিকে অবভাসিত জগতের সঙ্গে সমন্বিত করে নিয়মের সমপর্যায়ভুক্ত অনুসিদ্ধান্ত গঠন করেন। তারপর পরীক্ষণের মাধ্যমে অনুসিদ্ধান্তগুলি বাস্তব জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নির্ধারণ করে পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণার ভিত্তিতে গঠিত প্রকল্পটি গ্রহণ বা বর্জন করেন। এইভাবে একজন বিজ্ঞানী পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করে বুদ্ধিবৃত্তি নির্ধারিত পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণার ভিত্তিতে গঠিত প্রকল্প বাস্তব জগৎ বা প্রকৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কিনা তা বিচার করেন।

> Reason, holding in one hand its principles, according to which alone concordant appearances can be admitted as equivalent to laws, and in the other hand the experiment which it has devised in conformity with these principles, must approach nature in order to be taught by it [*Critique*, B xiii].

কান্টের মতে এক্ষেত্রে মানব বুদ্ধির ভূমিকা হল একজন নিযুক্ত বিচারকের মতো যে তাঁর গঠিত প্রশ্নের উত্তর দিতে সাক্ষীকে বাধ্য করে। সুতরাং পদার্থবিদ্যা তার কল্যাণকর বিপ্লবের (beneficent revolution) জন্য মানববুদ্ধি থেকে উৎসারিত পূর্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলিকে পথপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করে প্রকৃতির অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। এইভাবে পদার্থবিদ্যা বিজ্ঞানের নিশ্চিত পথে প্রবেশ করেছে।

অধিবিদ্যা হল মানব বুদ্ধির সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র মননাত্মক বিজ্ঞান যা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার শিক্ষাকে অতিক্রম করে বহুদূর বিস্তৃত। অধিবিদ্যা কেবলমাত্র ধারণার উপর নির্ভর করে। গণিতশাস্ত্র যেমন গাণিতিক ধারণার স্বজ্ঞা বা প্রতীতিতে প্রযুক্ত হওয়ার উপর নির্ভর করে, অধিবিদ্যা তেমনি আধিবিদ্যক ধারণার স্বজ্ঞা বা প্রতীতিতে প্রযুক্ত হওয়ার উপর নির্ভর করে না।

> Metaphysics is a completely isolated speculative science of reason, which soars far above the teachings of experience, and in which reason is indeed meant to be its own pupil. Metaphysics rests on concepts alone–not, like mathematics, on their application to intuition [*Critique*, B xiv].

সেজন্য অধিবিদ্যা অন্যান্য বিজ্ঞানের থেকে প্রাচীনতর হলেও বিজ্ঞানের নিশ্চিত পথে অগ্রসর হতে পারেনি। অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে বারবার নতুন পথের অনুসন্ধান করতে হয়েছে। ফলে অধিবিদ্যা তার কাঙ্ক্ষিত পথে অগ্রসর হতে পারেনি। অধিবিদ্যার ছাত্ররা আজ পর্যন্ত কোনো বিষয়ে একমত হতে পারেনি। সেজন্য অধিবিদ্যা যেন এক মেকি বা নকল যুদ্ধের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।